যুগান্তর

তারিখ 20 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বেসরকারি বিদ্যালয়ের নীতিমালা

ভাবিতেও অবাক লাগে যে, দেশে এতদিন পর্যন্ত বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন ও প্রাইমারি বিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য কোন নীতিমালা ছিল না। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদফতরের এহেন দুর্বলতার সুযোগ লইয়া রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে একেবারে ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে হাজার হাজার কিন্ডারগার্টেন, প্রাইমারি স্কুল, মাধ্যমিক কলেজ ও বিদ্যালয়। এইগুলির অধিকাংশই আবার হইয়াছে রাজনৈতিক বিবেচনায়। কিছু হইয়াছে নিছক বাণিজ্যিক প্রয়োজনে। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন তো দূরের কথা, কোন জায়গা-জমি পর্যন্ত নাই। অধিকাংশই চলে ভাড়া করা বাড়ি অথবা ফ্ল্যাটে। অনেকগুলির অবস্থা আরও সঙ্গীন। শিক্ষক নাই, ছাত্রছাত্রী নাই। টুল-বেঞ্চি, ব্ল্যাকবোর্ড নাই। নাই ন্যূনতম শিক্ষার আবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা। সিলেবাস প্রণয়ন করা হয় ইচ্ছামতো, দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যাহার কোন সম্পর্ক নাই। একটু খোঁজ-খবর করিলেই এমনকি ভুয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ইউজিসি সরেজমিন তদন্ত করিয়া সম্প্রতি কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। বাতিল করিয়াছে উহাদের অ্যাফিলিয়েশন। কিন্তু বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই অদ্যাবধি। যাহা হউক, এতদিনে টনক নড়িয়াছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। শিক্ষাদানে নিয়োজিত সব ধরনের বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের বিরুদ্ধে তৈরি করা হইয়াছে বিধিমালা। নূতন এই বিধিমালা জারি করা হইয়াছে এসআরও আকারে। এই নীতিমালায় পরিচালিত হইতে হইবে সব ধরনের নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ। এই আইন জারির মধ্য দিয়া বিদ্যমান 'বেসরকারি স্কুল (ইংরেজি মাধ্যম) রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা ১৯৯৯' বাতিল করা হইয়াছে। এখন হইতে রেজিস্ট্রিকৃত সকল ইংরেজি স্কুল পরিগণিত হইবে 'বেসরকারি বিদ্যালয়' হিসাবে। বেসরকারি স্কুলগুলির লাগামহীন শিক্ষাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করা হইবে কঠোরভাবে। সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং খেলাধুলার সুযোগ না রাখিয়া যেনতেন কোন ভবন ভাড়া লইয়া খোলা যাইবে না সাইনবোর্ডসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর স্বীকৃত অনুপাত ঠিক না রাখিয়া ইচ্ছামতো ছাত্রছাত্রী ভর্তিও করা যাইবে না। আদায় করা যাইবে না নামে-বেনামে ভর্তি ফি, ডোনেশন ও উন্নয়ন ফি! নিয়োগ দান করিতে হইবে যোগ্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষক। স্কুল খুলিতে হইলে অনুমোদন লইতে হইবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে। প্রথমাবস্থায় এই সনদও হইবে সাময়িক। পরে দেওয়া হইবে স্থায়ী সনদ, যাহার মেয়াদ থাকিবে সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসর। সনদ নবায়নের জন্য সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা থাকিবে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতে থাকিতে হইবে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষক-কর্মচারীদের অফিস, ল্যাবরেটরি ও লাইব্রেরি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থাও থাকিতে হইবে। নিয়মিত অডিট করিতে হইবে। সর্বোপরি প্রতি শিক্ষাবর্ষ সমাপ্তির পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরে জমা দিতে হইবে বাৎসরিক রিপোর্ট। শিক্ষা সচিবের অভিমত হইল, নতুন বিধিমালা প্রস্তুত করা হইয়াছে শিক্ষা-বান্ধব করিয়া। ইহার ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইবে। শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে সর্বজনীন পরিবেশ। কিন্তু আইন তো কেবল থাকিলেই হইবে না, উহার প্রয়োগ করিতে হইবে যথাযথভাবে এবং যোগ্য হাতে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, ভালো ভালো অনেক আইন-কানুন থাকিলেও রাজনৈতিক দলবাজি কিংবা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সেইগুলির প্রয়োগ হইতে পারে নাই আদপেই। বিলম্বে হইলেও অন্তত এইবারে বেসরকারি বিদ্যালয় বিধিমালা জারি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের স্কুল-কলেজগুলিতে শিক্ষা-বান্ধব একটি পরিবেশ ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই প্রত্যাশিত।